



গোঘাটে পিএইচইতে স্বজনপোষণ

প্রতিবাদে পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে

তৃণমূল ছাড়ল একাধিক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পিএইচইতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে নাক কান মোলা খেয়ে তৃণমূল পার্টি অফিসের তালা ঝোলানো দলীয় কর্মীরাই। এমনকি আর এই দল করবেন না বলেও জানিয়ে দিলেন তারা। তবে অন্য কোনও দল করবেন না বলে জানান তারা। বসেই থাকবেন। পার্টি অফিসে আর থাকবে না। যে পার্টি অফিস ছিল তাদের কাছে মায়ের মত। তাদের স্বাক্ষর যতক্ষণ না পর্যন্ত অঞ্চল সভাপতি, ব্লক সভাপতিদের পদ থেকে সরানো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই গ্রামের কেউই আর এই দলে থাকবেন না। নাক, কান মোলা খেয়ে পার্টি অফিসে তালা দিয়ে দিলেন খোদ এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান পঞ্চায়ত সমিতির কর্মধারক। ঘটনায় দলের অপর্যেই ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে এলাকার। যানা গোঘাটের নকুতা এলাকার। পিএইচইয়ের জল প্রকল্পে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দলের প্রধান, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়ত সমিতির সভাপতিস্ব স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে তৃণমূল পার্টি অফিসের



তালা ঝুলিয়ে দিলেন দলের কর্মীরাই। তৃণমূলের বৃহ সভাপতিও পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন। গোঘাটের নকুতা গ্রাম পঞ্চায়তের কুলিয়ার ঘটনা। কর্মধারক শ্যামলী ঘোষ বলেন, সেই ১৯৯৮ সাল থেকে দল করছি শুধু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ভালোবেসে। অভিযুক্ত বন্দোপাধ্যায়কে স্যানুটি দিচ্ছে। আমাদের যে আদর্শ সেই আদর্শকে অপমান। তার দলের প্রধান, ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি সকলে স্বজনপোষণ করছেন। তারা বুথের বুথ আসেন না। শুধু সুবিধা ভোগ করছেন। ওনারা বলছেন, আগে আমরা খাই। তারপর ছিটে ফোটা যা পড়ে থাকবে সেই

ওণ্ডা থাকের লোকগুলোকে নিয়ে এসে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবি। এরা আবার কেউ প্রধান। কেউ দলের পদাধিকারী নেতা। এরা দলটাকে শেষ করে দিল। এদের না তড়ালে দল ভবিষ্যতেও এই গোঘাটে হারবে। তাই অনেক দূরছে, রাগে, ক্ষোভে, প্রতিবাদে নাক কান মোলা খেয়ে দল ছাড়লাম। পার্টি অফিসে তালা লাগিয়ে বন্ধ করলাম। ওদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আর দলে ফিরব না। অপর দিকে বৃহ সভাপতি সর্বস্ব আর অঞ্চল সভাপতি শশাংক রঁক বলেন, ওনারাই যেটি পাকাচ্ছেন। সব কিছুই চিক্কাই হয়েছে। কেউ যদি মিথ্যা দোষ দেয় তার জন্য কি আমরা দায়ী? উনি মিথ্যা বলেনেই।

আনাদিকে অভিযুক্ত প্রধান বাবুল সাতীরা বলেন, স্বজনপোষণের কোনও কিছু নেই। কর্মধারক শ্যামলী ঘোষ ঠিক কথা বলেনে না। যা করা হয়েছে সব আইন মোতাবেকই করা হয়েছে। কোনও দুর্নীতি হয়নি। আবার অঞ্চল সভাপতি শশাংক রঁক বলেন, ওনারাই যেটি পাকাচ্ছেন। সব কিছুই চিক্কাই হয়েছে। কেউ যদি মিথ্যা দোষ দেয় তার জন্য কি আমরা দায়ী? উনি মিথ্যা বলেনেই।

উত্তরপাড়া-মাখলার মাঝে রেললাইনের পাশে ফেন্সিংয়ে অসুবিধা, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে উত্তরপাড়া স্টেশনের উত্তর দিকে মাখলা ও উত্তরপাড়া কাঠালবাগান বাজারের মাঝখানে দিয়ে রেললাইন গিয়েছে সেই রেল লাইনের কঠাল বাগানের দিকে রেললাইন পারাপারের জায়গা রেলের পক্ষ থেকে বৃহবার বিকেলে ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে যার ফলে সাধারণ মানুষ ভ্রম দুই পাড়ের বাসিন্দাদের রেললাইন পারাপার করা খুব সমস্যা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এলাকার বাসিন্দাদের রেললাইন পার করে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এলাকার বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।



তাদের বক্তব্য, 'আমরা কী ভাবে রেললাইন পার করে উত্তরপাড়ায় যাব বা উত্তরপাড়া থেকে মাখলার দিকে আসব আমাদের যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা খুব সমস্যায় পড়ে গেলোম কারণ পাশে যে রেলওয়ে কালভার্ট আছে সেই কালভার্টের তলা দিয়ে সব সময় যাওয়া-আসা করা যায় না। সারাদিনের বেশিরভাগ সময় জলে ডুবে থাকে রেলের পক্ষ থেকে পাশে মেশিন চালিয়ে সবসময় জল বার করা হয় না। ছাত্রছাত্রীরা জলের মধ্যে দিয়ে যে আঁর যেতে পারে না আর সাধারণ মানুষের ওইভাবে বাজার যাওয়া সম্ভব না। তাই তারা রেললাইন পার হয়ে দোকান বাজার ওখন্দখণ কিনেই ইঙ্কুলে বা ব্যাঞ্চে যাওয়া আসা করতেন এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' রেলের এটা বোঝা উচিত ছিল জানালেন বেশ কিছু বাসিন্দা। তারা ক্ষোভে ঝুঁজছেন ওই এলাকার গৃহবধূ বর্ণালী হাজার মোড়ী বললেন, 'আমাদের খুব সমস্যা হয়ে গেল রেলওয়ে কালভার্ট জলে ডুবে থাকে, আমরা সেই জন্য রেললাইন পার হয়ে দোকান বাজার ও

ওখন্দখণ কিনতে যাই। এখন রেল ফেন্সিং দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ব্লক করে দিয়েছে। কী ভাবে এখন আমরা যাওয়া আসা করব রেলের এটা বোঝা উচিত ছিল পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা করা আগে উচিত ছিল অবিলম্বে আমাদের সাবওয়ে বা ফুট ব্রিজ করে দিতে হবে রেলের কাছে এটা আমাদের আবেদন আমরা কি তা হলে ঘরে ঘরে থাকব সমস্যা সমাধান কী ভাবে হবে রেল এটা বলে দিক।'

মাখলার ওই এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি বেদাশিস চৌধুরী বললেন, 'রেল নিরাপত্তা স্বার্থে এটা করেছ যে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ রেলের কালভার্ট জলে ডুবে থাকে কী ভাবে তাঁরা রেল লাইনের তলা দিয়ে যাবে সেই জন্য তা রেললাইন পার হয়ে যেতে হয় সেটাও রেল ব্লক করে দিল ফেন্সিং দিয়ে আমাদের দাবি পাশাপাশি আগে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সাবওয়ে বা ফুট ব্রিজ করে দেওয়া রেলকার তারপর এটা করলে ভালো হত আমরা রেলকে আগেও জানিয়েছি কিন্তু তারা কর্পণতা করেনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সাবওয়ে বা ফুট ব্রিজ করে দেনা তাই রেলের আবার বলব দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে।' এলাকার কাউন্সিলর অর্পণ রায় জানালেন, 'হতাঁহ করে রেল ওই জায়গাটা ব্লক করে দিল সাধারণ মানুষ কী ভাবে রেললাইন পার হবে? তাছাড়া রেলওয়ে কনভার্ট জলে ডুবে থাকে রেলের কর্মীরা ঠিকমতো আসেন না জল তুলতে। রবিবারেও কেউ জল তুলতে আসেন না ডুবে থাকে রেলওয়ে কালভার্ট সেখানে সবই রেল লাইন পার করে আগে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা উচিত ছিল অবিলম্বে সাবওয়ে ও ফুট ব্রিজ করার দাবি জানাচ্ছি রেলের কাছে।'

রিষড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দু'টি টিমের একযোগে তল্লাশি



নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হুগলির রিষড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দু'টি টিম একযোগে তল্লাশি চালায়। চিটাফন্ড মামলার হুগলির দু' জায়গায় ইডির হানা।

সূত্রের খবর, চিটাফন্ড মামলার তদন্তেই এই তল্লাশি। বৃহস্পতিবার এনএস রোডের বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্টের চার তলার একটি ফ্ল্যাটে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চোকেন ইন্ডি আধিকারিকরা। এলাকা সূত্রে খবর, বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্টের ওই ফ্ল্যাটটি এক ব্যবসায়ীর। অনেক দিন ধরেই পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন তিনি। তবে তাঁর কীসের ব্যবসা, তা এলাকার লোকজন জানেন না। স্থানীয় সূত্রে খ বর, এলাকার লোকজনদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশাও করেন না তিনি। তাঁর আবাসনে তল্লাশি চলছে। পাশাপাশি রিষড়া বাঙুর পার্ক এলাকায়ও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেই অভিযান চলছে ইডির। প্রায় ৪ ঘণ্টার ওপরে এই তল্লাশি অভিযান চলছে।

অন্যদিকে, রিষড়ার বাঙুর পার্ক এলাকায়ও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। রাজ্যে চিটাফন্ড তদন্ত ফের হুগলি ইডি, এ বার হুগলির রিষড়ায় সক্রিয়। মনে করা হচ্ছে, এই অভিযানের পিছনেও চিটাফন্ড তদন্ত রয়েছে। যদিও তা পুরোপুরি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। রিষড়ার বাঙুর পার্ক তল্লাশির ফাঁকেই এ দিন এক বার ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডির এক আধিকারিক। তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও জবাব দিতে চাননি। জানব, 'আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না, তদন্ত চলছে।'

আগুনে পুড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: রান্না করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার দক্ষিণ মাটিকুমরা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম আনিসা পারভিন (১৭)। নদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লাড়ার পর বুধবার বিকেলে আরজি কর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আনিসার। আনিসার বাপের বাড়ি শাসন থানার সোনাটিকারি গ্রামে। মাস চারেক আগে দেগঙ্গার মাটি তোমরা গ্রামের এক যুবকের সঙ্গেও তার বিয়ে হয়। গত ৩ তারিখ শনিবার দুপুরে রান্নাঘরের রান্না করছিল আনিসা। সে সময় আচমকা তার কাপড়ে আগুন ধরে যায়। প্রতিবেদন মেনে পাঞ্জা বুলনে পাশেই আমি খুঁটি পোতার কাজ করছিলো। আচমকা গৃহবধুর চিৎকার শুনে তাই। গিয়ে দেখি দাঁউ দাঁউ করে জ্বলছে ওই গৃহবধূ। প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে ওই দিনে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হয় পরদিন

ইন্ডিয়ান বँক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পানডু কাউন্সেন্ট শাখার জন্য শাখা খোলা প্রেমিসেস লিডে জেনারেল জন্ম নোটিশ আহ্বায়ক টেক্সট

ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটি পাবলিক স্টের ব্যাংক পানডু কাউন্সেন্ট শাখা, গ্রাম + পঞ্চায়ত + নাক - কীলাসা, সার্ব-সিঙ্গল - কেরালা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ত্রে শাখা স্থাপনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত প্রকল্পে (নির্দেশিত প্রেমিসেস) অঙ্গর করতে ইচ্ছুক ১০০০ বর্গফুট কাগেট এলাকা নির্ধারিত প্রকল্পের উপর গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসোযোগ্য এলাকায় কোনও জন্ম দখলদার এবং পরিষ্ক পেমল রয়েছে ১৬ বছরের ছিন্ন ময়োরের জন্য অফিস প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিষ্টেমের (প্রেক্ষিপণ ও আর্থিক) লিখিত অঙ্গরওলিতক আমন্ত্রণ জানায়ে। ২০২৩-২০২৪ তারিখ ০২.০১.২০২৪ পর্যন্ত ২০০/- টাকার (দুইশততমশাশা) ডিউটি/আইইআই মাধ্যমে ইচ্ছাসার বাস্তব অনুকূল পেমেন্ট করে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে ফর্মগুলি পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০২.০১.২০২৪। ব্যাংক কোনও কারণে নিষেধাজ্ঞা দেবে কোনও বা সমস্ত অঙ্গর প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৯ জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক জোনাল অফিস আনানলেন, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, উত্তরবঙ্গ ভবন, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯,